الخطيب : فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسي/حفظه الله
موضوع الخطبة: الخصائص العشر لليلة القدر
لغة الترجمة : البنغالية
المترجم : عبد الرحمن بن لطف الحق
الإيميل : ashidlutful@gmail.com
رابط القناة (تيليغرام):https://t.me/raidraif

খুতবার বিষয়ঃ লায়লাতুল কদরের দশটি বৈশিষ্ট্য

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ محدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ, আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, কেননা

এই তাকওয়াই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।
অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতনরাং যুল-হিজ্জার দশ দিনকে বছরের দিনগুলোর ওপর, আরাফার দিনকে বছরের অন্য সব দিনের ওপর, রমজানকে অন্য সব মাসের ওপর এবং লাইলাতুল কদরকে অন্য সব রাতের ওপর পছন্দ করা হয়েছে। রমজান। লায়লাতুল কদরের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ রামাযানের শেষ দশকে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, (নিশ্চয় আমি একে (কুরাআনকে) শবে-কদ রে নাযিল কচরেছি)। এই রাতেই মাসেই সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশ বায়তুল ইজ্জতে পবিত্র কুরআন একবারে নাজিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার ঘটনা অনুসারে ও প্রয়োজন হিসেবে অল্প অল্প করে নবী করিম (সা.) এর প্রতি নাজিল হতে থাকে।
এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে লাইলাতুল কাদর তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। যেমন বলা হয়,
(فلان عظيم القدر)
অর্থাতঃ অমুক ব্যক্তি অতি সম্মানিত, এখানে গুণের দিকে এ রাত্রির সম্বোধন করা হয়েছে।
এটাও বলা হয়েছে যে, এ রাতে তকদীর সংক্রান্ত পুরো বছরের সব ফায়সালা লিপিবদ্ধ করা হয় তাই একে লাইলাতুল কাদর বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেন, (এ রাতে প্রত্যেক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়)। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এটাই বিশুদ্ধ মত"[1][2]।
এই রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি প্রয়োগকারী ফেরেশ্তাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু রিযিক, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি ফেরেশ্তাগণকে লিখে দেওয়া হয়[3]। ইবনে আব্বাস রাযিঃ বলেন, এ রাতে মৃত্যু, জীবন, বৃষ্টি এমনকি এ বছর কে হজ করবে তাও লেখা হয়[4]।

([1]) শিফাউল আলীল (১/১১০)।
([2]) এ দুটি উক্তি শাইখ সালিহ ফাওযানের "আহাদিসুস সিয়াম" গ্রন্থে দেখুন।
([3]) এ আয়াতের তাফসীরে দেখুন শাইখ শিন কিতির আযওয়ায়ুল বায়ান।
([4]) জারীর তাবারী, শব্দটি তারই।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, (সে রাতে ফেরেশ্তাগণ ও রুহ নাযিল হয়)। রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিবরীল (আ)। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, অধিক বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণে ফেরেশ্তা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। যেমন তারা কুরআন তিলাওয়াত, যিকিরের মজলিসে অবতরণ করেন এবং তালিবে ইলমদের জন তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ এ রাতকে আল্লাহ বরকতময় বলেছেন, যেমন তিনি বলেন, (আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে)।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ এ রাতকে শান্তির রাত হিসেবে ভূষিত করেন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ এই রাত্রির সবটাই মঙ্গলময়, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কোন অকল্যান ঘটে না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদ্রে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ‘ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে) [1]।

ষষ্ঠম বৈশিষ্ট্যঃ এ রাত্রি রাত জেগে নামায পড়া ও ‘ইবাদত করা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের বেশী। আল্লাহ তা আলা বলেন, (লাইলাতুল ক্বদর হশল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা’আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল[2]।

ইবনু সাদী, বলেছেন: এটি এমন একটি বিষয় যা মনকে বিস্মিত করে, কারণ আল্লাহ এই জাতিকে এমন একটি রাত দান করেছেন যেটিতে ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়েও বেশী। একজন দীর্ঘজীবী মানুষের বয়স, তিরাশি বছর আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে[3]।

সপ্তম বৈশিষ্ট্যঃ এই সম্মানিত রাতের অনুসন্ধানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

([1]) বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৫৯)।

([2]) নাসায়ী (২১০৬), আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।

([3]) নাইয়যিফ শব্দের অর্থ হল এক থেকে তিন পর্যন্ত। আর ব্যিউন শব্দের অর্থ হল তিন থেকে নয় পর্যন্ত।

অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না। ‘আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না[(1)]।

আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (যখন রমাযানের শেষ দশক আসত তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন) [(2)]।

"লুঙ্গি কষে নিতেন" অর্থাৎ বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

অষ্টম বৈশিষ্ট্যঃ এই সম্মানিত রাতের অনুসন্ধানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করতেন। আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই‘তিকাফ করতেন) [(3)]।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (এ রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমাযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (লোক) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে) [(4)]।

আল্লাহর বান্দারা, নবীর পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা, পুণ্যময় সময়ে তার রবের আনুগত্যের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। তাই মুসলমানের উচিত তার আদর্শ অনুসরণ করা, কারণ তিনি উত্তম আদর্শ। এবং তাকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর ইবাদাত করুন, এবং এই দিন এবং রাতের সময়গুলিকে নষ্ট করবেন না, কারণ কেউ জানে না যে, আনন্দের ধ্বংসকারী এবং দলগুলির বিভাজনকারী মৃত্যু কবে এসে পড়বে, ফলে সে এই ফযীলতগুলি আবার উপলব্ধি করতে পারবে না। তখন আর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না[(5)]।

নবম বৈশিষ্ট্যঃ এ রাতকে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী করে ক্ষমা ও মাগফিরাত চাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা। আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

([1]) মুসলিম (১১৭৫), আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।

([2]) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।

([3]) বুখারী (২০২৬), মুসলিম (১১৭২)।

([4]) মুসলিম (১১৬৭)।

([5]) কিছু পরিবর্ত্তের সাথে সালিহ আল মুনাজ্জিদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

যদি আমি "লাইলাতুল কদর" জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেনঃ "তুমি বল, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।" হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি মাফ করতেই পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও"[1]।

দশম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তাআলা এর সম্মানে এমন একটি সুরা নাযিল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। এ সুরাতে আল্লাহ তাআলা এ রাতের মহামান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, এবং এর মহামান্বিত হওয়ার কারণও উল্লেখ করেন, আর তা হচ্ছে এ রাতে কুরআন নাযিল করা হয়। সেই মত এ রাতে ফেরেশ্তাদের অবতরণ হওয়ার কথা, এই রাতে ইবাদতের সাওয়াব এবং এ রাত কবে শুরু হয়, কবে শেষ হয়, এ সব কিছু আল্লাহ তাআলা এ সুরাতে আলোচনা করেন। সব তারিফ আল্লাহর যে, তিনি আমাদেরকে কল্যাণের এই মৌসুম দান করেছেন।

- بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

অর্থঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, যে আল্লাহ তাআলা বিশেষ হিকমতে এটিকে গোপন রেখেছেন, যাতে করে মুমিনগণ পুরো শেষ দশকে এটি খুঁজে বের করার জন্য সক্রিয় থাকে, যাতে তার পুরষ্কার আরও বেশি হয়, যদি এটি জানা থাকত তাহলে শুধুমাত্র সেই রাতের জন্য তারা আমল করত। অতঃপর, যদি শবে কদর জানা থাকত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসন্ধান করার জন্য পুরো দশ দিন ইতিকাফ করতেন না এবং তিনি তার জাতিকে পুরো শেষ দশকে এটি অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশনাও দিতেন না। বরং তিনি শুধুমাত্র একটি রাত ইতিকাফ করতেন।

([1])আহমাদ (৬/১৭১) মুসচনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর বান্দাগণ! শবে কদর শেষ দশকের জোড় রাতের চেয়ে বিজোড় রাতগুলোতে হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর) [1]।

আল্লাহর বান্দাগণ! লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত হাদীসগুলো একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, লাইলাতুল কদর প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটি দিনে হয় না; বরং এটি বিভিন্ন বছরে ভিন্ন ভিন্ন দিনে হয়। তবে শেষ দশক অতিক্রম করে না। তাই শেষ দশকের প্রতিটি রাতে ইবাদতে ব্যস্ত থাকা উচিত। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা শবে কদর নির্দিষ্ট দিনে হওয়ার কথা বলে থাকেন, তাদের পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

আল্লাহর বান্দাগণ! দুটি কারণে শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদত করা উচিতঃ ১- লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করার জন্য। ২- এমন একটি মাসকে বিদায় দেওয়ার জন্য যে, সে জানে আবার সে এ মাসকে ফিরে পাবে কি না[2]।

তাহলে জেনে রাখুন - আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন । হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও)।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার

([1]) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।

([2]) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।

অকস্মাৎ শাস্তি আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর[1]।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী।আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের রামাযান মাসের ২৫ তারীখে।

([1]) ইবনুল যাওযীর তবসিরা গ্রন্থ থেকে।